

সিলেটে হুমায়ূন আহমেদের তীর্থভ্রমণ ও প্রার্থনা দিবস প্রসঙ্গে - শিহাব

জনপ্রিয় নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ সিলেটে তীর্থ ভ্রমণ করে ঢাকায় ফিরে প্রথম আলোতে প্রার্থনা দিবস শিরোনামে ২৬শে জুলাই ২০০৫ইং মঙ্গলবার একটি লিখা ছেপেছেন। উক্ত লেখায় নিজের অতীত স্মৃতি ও নষ্টালজিয়া নামক দুটি শব্দ ব্যবহার করে ভক্তিবাদকে ঢাকার প্রয়াস পেয়েছেন। উনার মাঝে একই সাথে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা ও নিজেকে প্রগতিশীল হিসেবে প্রমানের জন্য প্রানান্তকর একটি প্রচেষ্টা সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। এতে দুটো পক্ষকেই সামলে নিয়ে ফায়দা লুটার একটা সহজ পথ তিনি বের করে নেন।

তিনি জাতিকে একটি কোমা রোগীর সাথে তুলনা করেছেন এবং হযরত শাহজালালের মাজারের পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছেন। উনার প্রার্থনার বিষয় ছিল খালেদা-হাসিনা যেন এক হন। উনার মতে খালেদা-হাসিনা এক হলেই নাকি তাবৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং উনিও মানসিক শক্তি পাবেন। এখানে আমাদের প্রশ্ন হল- আমাদের জাতির অবস্থা কি এতই খারাপ? আমাদের জাতি কি আসলেই কোমায়? বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সহ দেশের সাধারণ জনগন মনে করে আমাদের জাতির অবস্থা মোটেই এত খারাপ নয়। দৃশ্যত কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার বহুদেশের তুলনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আছে। এছাড়া দেশের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য খালেদা-হাসিনার একমত হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং চলমান বিশ্বায়নের যুগে বহু আন্তর্জাতিক ইস্যু যেমন: বিশ্বব্যাপক, আইএমএফ, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নীতি ও সিদ্ধান্ত আমাদের মত দেশগুলোর নীতি নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। খালেদা-হাসিনা ঐক্যবদ্ধ হলেই দেশে উন্নয়ন ও শান্তির সুবাতাস বইতে থাকবে এমনটি ভাবার কোন অবকাশ নেই। এই বিষয়টি হুমায়ূন আহমেদের মত একজন স্বনাম ধন্য সাবেক শিক্ষককে আমার মত একজন সাধারণ পাঠকের বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না। আর তিনি যদি সত্যি সত্যি খালেদা-হাসিনার ঐক্য চান তবে মাজারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা না করে তাদের ঐক্যের ফর্মুলা দিতে পারেন। রিসাদের রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি ওনি দোকানে গিয়ে কিনে আনতে পারলেও খালেদা-হাসিনার ঐক্যের ফর্মুলা দোকানে পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক প্রস্তাবাবলী ও ব্যাপক আলোচনার। আমাদের পরামর্শ হল-মিসির আলী, হিমু, বাকের ভাই ও মির্জা সাহেব সহ বহু চরিত্রের নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ সাহেব খালেদা-হাসিনার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করে ঐক্য ফর্মুলা প্রনয়নে এগিয়ে আসবেন।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সকলের মাঝে ঐক্য কাম্য নয়; বরং বহুমত, বহুপথের চর্চার পরিবেশ তৈরী করা একান্ত আবশ্যিক। সার্বজনীন স্বার্থে একটি সর্বনিম্ন ঐক্যের মাঝেও ভিন্ন মত পোষণের সুযোগ গণতন্ত্র মানেই তৈরি করে রাখে। পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশেই ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্য নেই, কেউ তা চায়ও না। সরকারী দল তার নীতি ও ফর্মুলা অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাবে আর বিরোধী দল জনগনের পক্ষে সমালোচনা করবে, প্রয়োজনে জনগনকে সাথে নিয়ে গণবিরোধী পদক্ষেপ সমূহের প্রতিরোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সকলের নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্য একটি একচোখা শাসনের জন্ম দিবে, যা প্রকারান্তরে গণতন্ত্রকেই ভুলুঠিত করবে ।

তাই মাজারে গিয়ে দোয়া না করে মতের পৃথিবীতেই খালেদা-হাসিনার ঐক্য ফর্মুলা প্রণয়ন করে আমাদের তথাকথিত কোমা রোগীকে বাঁচানোর একটা প্রত্যাশা জনাব আহমেদের কাছে করছি ।